



October 10, 2011

माननीय प्रधान आचार्य महाशय / महाशया,

आपनाके এই চিঠি লিখছি এক অনুরোধ জানিয়ে। আগামী ১১ নভেম্বর শিক্ষা দিবস, দেশের প্রথম শিক্ষা মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের জন্মদিন। ভারত সরকার এই দিন থেকে সমগ্র দেশব্যাপী 'শিক্ষার অধিকার' অভিযান শুরু করতে চলেছে। আপনাকে একান্ত অনুরোধ যে এর প্রতীক স্বরূপ দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ঐ দিন প্রার্থনা সভায় কোন ছাত্র / ছাত্রী দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট বার্তা শোনানো হোক। এই সভায় শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য এবং অভিভাবকদেরও আমন্ত্রণ করা হোক।

মৌলানা আজাদকে মহাত্মা গান্ধী 'শিক্ষার সম্রাট' বলতেন। তিনিই প্রথম স্বাধীন ভারতে শিক্ষা নীতির ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যতক্ষণ দেশের একটাও নাগরিক নিরক্ষর আছে, ততক্ষণ গণতন্ত্রের লক্ষ্যপ্রাপ্তি দূর।

আজ আপনাকে এই চিঠি লিখতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, বহুবছর ধরে এই দেশ যে স্বপ্ন দেখে আসছে, আজ তা সত্যি হতে চলেছে। আপনি জানেন ১ এপ্রিল ২০১০ থেকে ভারতবর্ষে শিক্ষা সব শিশুর প্রাথমিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয়ে গেছে। এখন সময় এসেছে আমরা সমগ্র পৃথিবীর সামনে গর্ব করে বলতে পারি একজন ভারতীয়ও আর নিরক্ষর থাকবেনা।

এই উপলক্ষে আমরা শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীকে কার্যকরী করার সংকল্পকে পুনরাবৃত্তি করি।
শিক্ষার অধিকার আইন অনুসারে

- ১) শিশুদের মারধর করা যাবে না এবং ওদের সাথে ভয়মুক্ত ব্যবহার করা হবে।
- ২) শিশুকন্যা, সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী অথবা দরিদ্র সম্প্রদায়ের শিশুদের সাথে সর্বদা কোন বৈষম্য হবে না।
- ৩) বিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হবে, শিক্ষক নির্দিষ্ট সময়ে আসবেন এবং আইনানুগ সময় সারণি পালিত হবে।
- ৪) কোনো শিশুকে স্কুলে ভর্তি করার জন্য অস্বীকার করা হবে না, ফেল করানো যাবে না অথবা বিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত করা যাবে না।
- ৫) পরীক্ষা প্রণালী এমন হবে যাতে শিশুরা ভীত না হয়ে উৎসাহিত হয়। শিশুদের সৎ এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন প্রণালীর দ্বারা বিচার করা হবে।
- ৬) বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পথ নির্দেশনানুসার চলবে।

৭) বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত কক্ষ, শিক্ষক, শৌচালয় এবং পানীয় জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করা বিভাগের দায়িত্ব। এর জন্য প্রয়োজনে আপনি পরিচালন সমিতির সাথে নিজস্ব বিদ্যালয় বিকাশ যোজনা বানান এবং তাকে বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র আইন তৈরী হলেই শিশুদের এই অধিকার প্রাপ্ত হবে না। আমাদের কার্য এবং স্বপ্ন এখনো অসম্পূর্ণ আছে। আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এই আইনকে প্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করা। প্রয়োজন প্রচুর বিদ্যালয় তৈরী করার, সর্বত্র উৎসাহী এবং সুশিক্ষিত অধ্যাপক হবার, প্রচুর পুস্তক বন্টনের, এবং যাতে শিশুরা আনন্দচিত্তে পড়তে আসতে পারে।

আমার শুভকামনা আপনার সঙ্গে রইল। আমার বিশ্বাস আপনার পরিশ্রম আপনাকে, আপনার বিদ্যালয়কে এবং আপনার দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে।

ইতি আপনার

Wihal

(কপিল সিংহল)